আলো অন্ধকার

সমর দেব

উবুদশ

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্

কোলকাতা-৭০০ ০১২

Aalo Andhakaar
a collection of bengali poems written by samar dev

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ আগস্ট, ২০০৭

© কবিতা ঘোষ

প্রচ্ছদ ঃ সমর দেব

প্রকাশক ঃ সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি,
উবুদশ, ২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্,
কোলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক ঃ ইউডি প্রিন্টার্স
২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্,
কোলকাতা-৭০০ ০১২

দাম ঃ ৫০ টাকা

ISBN 81-87847-70-4

আবহমান সময়ের কবিদের উদ্দেশে

এই লেখকের অন্যান্য বই

যযাতি (কাব্যগ্রন্থ)-১৯৮৬
এক যুগ আত্মপ্রতারণা (উপন্যাস)-২০০৩
আম্মা তেরা মুন্ডা (কাব্যগ্রন্থ)-২০০৬
একটি গল্পের সুলুক সন্ধান (উপন্যাস)-২০০৭

আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, রয়িরেব চন্দ্রমাঃ, রয়িবা এতৎ সর্বং যন্মূর্তং
চামূর্তং চ, তস্মান্ মূর্তিরেব রয়িঃ ।।

সূচিপত্র

উপনিষদ ৯
বসন্ত জ্যোৎস্নায় ১০
মাংসাশী বাঁদরেরা ১১
জলের গল্প ১২
খোয়াবনামা ১৩
দিবানিশিভোর ১৪
নক্ষত্র খসেছিল বলে ১৫
সাঁতারে অক্ষম ১৬
অগ্নি উপাসনা ১৭
আলো অন্ধকার ১৮
জন্মান্তর ১৯
নদীর গল্প ২০
নিষ্প্রভ পালক ২১
অমৃত ২২
মারীচ সংবাদ ২৩
প্রতিপক্ষ ২৪
জল নিয়ে খেলতে খেলতে ২৫
মানুষীকে দেখে যেই বীজ ২৬
চেনা-অচেনা ছক ২৭
সময়ের সংবাদ ২৮
কোনও গাছ ২৯
জরায়ুতে বাড়ে ধান ৩০
রাজপথ ছেড়ে ৩১
কুরুক্ষেত্র ৩২
মানুষের ভূগোল ৩৩
আরেক অভিমন্যু ৩৪
সিঁড়ির পর সিঁড়ি ৩৫
মাতৃপ্রতিমা ৩৬
চকমকি তোরঙ্গে ৩৭
মাঝের দরজা ৩৮
শিকারকাহিনি ৩৯
দরজায় মৃদু করাঘাতে ৪০
ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ৪১
দশদিনে ব্রহ্মাণ্ড ৪২
ছায়াসঙ্গী ৪৩
আতুরঘর ৪৪
খুন করেছি তাকে ৪৫
দুপুর ৪৬
প্যাঁচার শীত ৪৭
আলোর কাছে ৪৮

উপনিষদ

কুয়োর জলে মুখ দেখেছো তুমি অনন্ত পাতালভেদী ছায়া
সেইখানে উলম্ব ঝুলে থাকে মায়াচাঁদ মরীচিকা যেন ডাকে
বিষাদের গাঢ় আলিঙ্গন ছেয়ে থাকে রাত্রির সমস্ত প্রহর
সুখশয্যা ছেড়ে নেমে যাও তুমি কুয়াশার চাদর জড়িয়ে
নক্ষত্রেরা চলে গেছে দূরে চাঁদের চোখের জল জোছনা হয়ে ঝরে
কে তার মোছাবে চোখ আজ রাতে সকলেই চলে গেছে বনে
খোলা দরজায় দুদ্দাড় ঢুকে পড়ে অনাহুত প্রবল বাতাস
হাঁটু ভেঙে বসে থাকো তুমি অনাসক্ত চরাচরে একা
তখন শীতের দাঁত ছিঁড়ে খায় জ্যোৎস্নার পেলব শরীর
অসহায় ঝুলে থাকে চাঁদ একা একা কাঁদে চরাচর নীরব দর্শক
অনন্ত সময় ভাঙে ক্রমাগত ভেঙে যেতে থাকে
ধারালো সময় মাড়িয়ে হেঁটে যায় কারা রক্ত নিয়ে বুকে।

বসন্ত জ্যোৎস্নায়

ছায়া নেমে এসেছিল জলে, সেই জলের কিনারে দুইজন চুপিসারে
যেই কথা বলাবলি করে গোপন ইশারার মতো কতকাল যেন
অন্ধকার ডুবেছিল জলে উপরের স্তরে তাই কখনও দেখেনি কেউ ঢেউ
মধ্যরাতে চাঁদ উঠেছিল তার সমূহ কলার প্রবল বিস্তার নিয়ে
পুকুরের পারে সেই জ্যোৎস্নার হুটোপাটি স্তব্ধ হয়ে দেখেছিলে
তুমি, নতুন অর্থ কোনও অনুভবে এসে ছুঁয়ে যায়নি হৃদয়
বহুদূরে কর্কশ স্বরে ডেকেছিল মাংসলোভী হায়েনার দল
স্বপ্নে তারা চেটেছিল গরম রক্তের স্রোত অন্ধকার চোখে
শব্দ নিয়ে এক্কা দোক্কা খেলায় মেতেছিলে সঙ্গীদের সাথে
জলের উপরে ছায়া সরে গেলে আলোর উদ্ভাস নিয়ে এসেছিল বসন্তের হাওয়া।

মাংসাশী বাঁদরেরা

আলোর আলিঙ্গন চেয়ে পাথরের বুকে বসেছিলে অনন্তকাল
যাত্রার দলের ঝকমকে পোশাকে ঢাকা শরীরে অভিনয়ে
মেতেছিল রাজা নির্ভুল উচ্চারণে অনুপম ডায়ালগ তার
দর্শকেরা বুঁদ হয়ে শোনে মুহুর্মুহু হাততালি দেয়
রাজার বুকের তলে ফুলে ওঠে লবণাক্ত জল দারুণ জোয়ারে
সন্ধ্যে থেকে একটাও বিড়ি না পেয়ে নেশা চড়ে গেছে তার
চরম কঞ্জুস ওই অধিকারী মশায়ের 'পরে যত রাগ আছে
সবটুকু ঝেড়ে দেয় হতভাগ্য মন্ত্রী আর উজিরের ঘাড়ে।

যাত্রার দলের এইসব গোপন কথা সবটুকু জানা আছে তার
তবুও পরম আলোর ডাক নিশির হাতছানি যেন, মোহময়
আদিম পাথরের বুকে বসে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত গুনে গেছ শুধু
একটু একটু করে হেঁটে চলে গেছ পুন্নাম নরকের দিকে
সেখানে মানুষ নেই প্রেতাত্মারা পরস্পর খেয়োখেয়ি করে
বোমা নিয়ে অদ্ভুত জাগলারি করে মাংসাশী কয়েকটা বাঁদর।

জলের গল্প

সুস্বাদু ফল দেখে ধরে নিতে হবে গাছও আছে তার
ফল তো আকাশে ধরে না গাছেদেরও মাটি আছে জেনো

শরীরেই বাসা তার গভীর গোপনে তবুও তো দৃশ্যমান হয়
এই কথা ভুলে গিয়ে মেদমাংসমজ্জাময় শরীর ছেনেছো
আপেলের গল্পে সেই গূঢ় ভ্রান্তি রয়ে গেছে ঠিকই
তীব্র এই হীনম্মন্যতা থেকে ডুবে থাকো পাপে
অথচ শিশুর মুখে আলো জ্বলে হাজার বছর
বসন্তে গান গায় পাখি প্রকৃতিতে ফুটে ওঠে মরশুমী ফুল
অনামিকা অন্ধ হয়ে গেছে এসব পড়ে না তার চোখে
জরাগ্রস্ত নাকে আর অনুভব নেই সুগন্ধ ফুলের
কাক হয়ে গেছে তার কাছে বসন্তের সমস্ত কোকিল

একই গল্প শুনে শুনে পচে গেছে আমাদের কান
নতুন কাহিনি বলো একবার গেয়ে ওঠো ভোরের সংগীত
পতনের শব্দ আর শুনবো না কোনও দিনই তারচেয়ে
জোনাকির গল্প হোক, জলেদের কথা, বাতাসের শব্দ শুনি এসো।

খোয়াবনামা

ভেঙে গেছে মনোরম কাচের গেলাস ছড়িয়ে পড়েছে সুরা, তবু
সেই সুরার স্বপ্নে লালা ঝরে আমাদের ভেঙে যাবে চুরমার হয়ে
জানি মাটির পুতুল গড়ি তবু মনে মনে প্রাণ ঠুসে দিই অবুঝ শিশুর মতো
একটি পুতুল ভেঙে দেবে তার আগেই দুই-চার-পাঁচ গড়ে তুলি
একটু একটু করে ভাঙো তুমি ভাতের স্বপ্নে এদিকে ধানভানা অবিরত
মৃতের শরীর থেকে তুলে নিই প্রাণ ফের নতুন পুতুল গড়বো বলে
এইভাবে ক্রমাগত মৃত্যুকে দুয়ো দিয়ে যাবো অনন্তকাল জুড়ে
কে হে তুমি জীবনের বিপ্রতীপে আড়ালে ঢেকেছো মুখ
আমাদের সুখ অবিরত গড়ে যাওয়া শুধু প্রাণ ঠুসে দেওয়া
পুকুরের শান্ত স্থির জলে ঢিল ছুঁড়ে দিয়ে দুরন্ত বালকের মতো
গাছের আড়ালে বসে হাসো তুমি হাতে পেলে চুলের মুঠি ধরে
মেরে দেবো ঠাস ঠাস চড় সভ্যতা শিখবে এসো মানুষের কাছে।

দিবানিশিভোর

ফুলবনে নিশিথে কি গিয়েছিলে তুমি, ও ভ্রমর ফুলবনে গিয়েছিলে তুমি?
ঘরে ঘরে প্রশ্ন ঘুরে ফেরে দিবানিশিভোর পাড়া থেকে পাড়া
তখন গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে তারা অবিরত স্বপ্ন দেখেছিল
সেই রাতে চাঁদ ডুবেছিল কোনও এক গভীর নদীর জলে
নদীতে কুমির ছিল দৃষ্টিহীন শুশুকেরা লিপ্ত ছিল খাবারের খোঁজে
মৃদু মৃদু ঢেউ আছড়ে পড়েছিল শান্ত পারের কাছে এসে
এভাবেই ক্রমাগত ঢেউয়ে ঢেউয়ে একটু একটু করে ভেঙেছিল পার
তারপরই বাঁধ ভাঙা জলে ভেসেছিল সমস্ত জনপদ গ্রাম
সে-খবর পাওনি তুমি হে ভ্রমর হাজার বছর শেষে
সত্য ঢাকা থাকে প্রায়ই হিরণ্ময় পাত্রের ভেতর
ভ্রমরেরা উড়ে যায় শুধু ঘন মধ্য দুপুর জুড়ে
মধু খোঁজে তারা হৃদয়ের ধ্বনি বাজেনি কখনও কানে তাহাদের

ঘুমের ভেতরে স্বপ্ন, স্বপ্নের ভেতরে দিব্যি লুকিয়ে থাকে সাধ
সেই সব সাধ নিয়ে তোমরা হেঁটে চলো দিনের পর দিন
হত্যার নিবিড় সুখে ম্লান মুখে হাসি ফোটে হেসে ওঠে গোপন ছুরিরা
প্রতিটি ভ্রমর আজ মধুও খোঁজে না দুপুর বারোটা জুড়ে
ফোটায় ফোটায় শুষে নেয় লবণাক্ত গরম রক্তের স্রোত।

নক্ষত্র খসেছিল বলে

সেইদিন নক্ষত্র খসেছিল বলে প্রদীপ জ্বলেনি আর সারারাত
প্রহরের পর প্রহর জুড়ে আমি একা একা যুঝে গেছি খুব
সেই অন্ধকারে আরও যারা অসহায় লড়ে গেছে ভাগ্যের সাথে
তাদের কারও মুখ আমি দেখতে পাইনি তারাও দেখেনি আমাকে
রাত জুড়ে ধুন্ধুমার লড়াইয়ের পর আমাদের রক্তাক্ত লাশ
টেনে নেয় কুকুর শেয়াল আলো আর দেখিনি আমরা
নক্ষত্রেরা একে একে খসে পড়ে জীবনের আয়ু হলে শেষ
ক্রমাগত আলো বিকিরণে তারারাও বুড়ো হয় ঠিকই
তারপরই অশুভ বার্তাবাহী হয়ে ওঠে তারা বয়সের ভারে
জেনে যায় চলে যেতে হবে, চলে যেতে হবে সব ছেড়ে
তখনও কাঁদে না কেউ আলোকবৃত্তের নীচে আছে যারা
রচিত হয় না শ্লোক অথবা শোকলিপি এপিটাফ কোনও
তারারাও অন্ধকার ভালবাসে নাকি অন্ধকার ভালবেসে অবিরত ক্ষয়
বিকিরণ শেষ হলে চিরঘুমে শান্তি খুঁজে নেবে বলে জ্বলে।

সাঁতারে অক্ষম

জীবনের প্রতিলিপি নেই পুনর্জন্মও নেই যেরকম বলা হয়ে থাকে
ব্যর্থ প্রেমিকও বোঝে এই কথা ভয়ানক জটিল সময়ে তারপরই
ক্রমাগত নিজেকেই ভেঙে ভেঙে প্রতিদিনই গড়ে তোলা শুধু
অশ্রু লুকিয়ে রেখে অস্ত্র হাতে নেমে যাওয়া দারুণ সাহসে
যে তাকে দেখেছে প্রাতে সে-ও ভুলে যায় মধ্য দুপুরে
এই শিশু অযোনিসম্ভূত নয়, স্তন্যপানে বড় হয়ে ওঠা তারও
ফুল গাছ লতা আর পাখির কাকলি তারও ভাঙিয়েছে ঘুম
কে রাখে খবর তার বিষে বিষে নীল হয়ে গেছে শরীরের প্রতিটি ধমনী
দিনরাত জুড়ে কাঁটার শয্যায় তার ভীষ্মের অনন্ত শয়ান তবু
মৃত্যুকে ঘৃণায় ফিরিয়ে দিয়ে শান্ত জলের কাছে বসে থাকো তুমি
সেই জলস্রোত কতকাল ধরে মাইল মাইল পথ হেঁটে যায় অবিরত
বহু নীচে ঘাই মারে অতিকায় মাংসাশী মৎস্য অবতার
পারে পারে হাসি আর কান্না নিয়ে জেগে থাকে কত জনপদ
ইতিহাসই জানে সব ভাঙনের গল্প আর সমস্ত সৃষ্টির গান
যত লাশই ভেসে যাক স্রোতে তবু জানা আছে জলের আরেক নাম
পুনর্জন্ম নেই জেনে গিয়ে মৃত্যুও কেমন অর্থহীন প্রতিভাত হলে
সাঁতারে অক্ষম পুরুষ একা নির্জন নদীর তীরে ঢেউ গোনে শুধু
বহু নীচে ঘাই মারে দারুণ হিংস্রতায় অতিকায় মৎস্য অবতার।

অগ্নি উপাসনা

শীতের সকাল জুড়ে একটু একটু করে জমে উঠেছিল যাবতীয় ওম
তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায় লেলিহান আগুনের সমস্ত উদ্ধত শিখা
তাতে মিশে থাকে লোভ আর সীমাহীন বিষাক্ত কামনার গ্লানি, ক্লেদ
তুলনায় ওমে থাকে সংযমের বাঁধ দৃঢ়তর আত্মনিয়ন্ত্রণ---
এই কথা কবেই বুঝেছিলে তুমি নিজে, চিরকালই বুঝিয়েছ তাকে ঠিকই
তবুও বিকেল জুড়ে পাপড়ির ব্যর্থ ঝরে পড়া, তখনও জমেনি কুয়াশা
পাখিরাও খুঁটে খেতে দারুণ তৎপর সমস্ত রাতের অবিরত বিরতি ভেবেই
জাগতিক কূটকচালিতে দিব্যি জমে আছে চড়ুইয়ের ধুসর ছানারা
তখনও মধুর খোঁজে গর্ভকোষ থেকে জীবন শুষে নেয় কৃষ্ণভ্রমর
শেষ বেলাতেও কেমন আছড়ে পড়ে সবিতার জ্বলন্ত আঙরার তেজ
অব্‌সেস্‌ড হতে হতে জীবনের উল্টো পথে হেঁটে যায় কয়েকটা নির্বোধ
মুখোশের নাম সভ্যতা জেনে অনেকে মাড়িয়ে যায় উদ্‌গত ভঙুর পাঁচিল
জীবনের বিচিত্র মায়ায় তারা পার ভাঙে সমস্ত রাত্তির জুড়ে
অগ্নি উপাসনা, লকলকে শিখায় পুড়ে তারা জন্ম দেয় আরেক সত্তার

মধ্যবিত্তসুলভ এই সব কথা বাঙালির চটুল বামপন্থার মতো জেগে
থাকে কয়েকটি দশক জুড়ে, পুলিশের অগোচরে পার ভাঙে দুরন্ত জীবন
তখনও পাপড়ি ঝরে, সমস্ত বিকেল জুড়ে ধানখেত ছেয়ে ফেলে গভীর কুয়াশা
ঝোপে ঝাড়ে জোনাকির আলো, তারই ফাঁকে জ্বলে ওঠে শেয়ালের জুলজুলে চোখ
শিকারের রীতি তারা জানে, দাঁতে ছিঁড়ে নিতে জানে মাংসের স্বাদ
জীবন জেনেছে তারা পতঙ্গ শিকারে রত ব্যাঙেদের মতো সহজ স্বভাবে

আরও তাপ এনে দাও, আগুন বর্ষণ করো পিতাসূর্য আমাদের মাথার উপরে
বড় শীত, জড়োসড়ো প্রাণে জমে আছে সমুদ্রের মতো সীমাহীন অশ্রুবরফ।

আলো অন্ধকার

জন্মের বেদনার চেয়ে এই ভাল চিরঘুমে গোপন শয়ানে মায়া
যোগনিদ্রা তোর নাভি ফুঁড়ে মাথা তোলে আশ্চর্য শতদল
আমার ঈশ্বর তুই কোটি বছরের যাত্রা তবে শেষ হলো
জল নয় উৎসে যে মায়া অন্ধকার ছিল সেখানেই ফেরা
আলো আর অন্ধকারের অদ্ভুত মৈথুন মায়ায় সেই শুরু
জীবাণুতে ছিলি পতঙ্গে বা সমস্ত প্রাণীতে ধর্ম আর জিরাফ যেনবা
কত সাধনায় সেই আলো পেতে চেয়ে কৃচ্ছ্রসাধন
সেই অন্ধকারে লীন হতে চেয়ে কত কান্না সহস্র জন্মের
পাপ---সেই পরম্পরার অনিবার্যতা ছেড়ে অবশেষে
একটু দেরি হয়ে গেল ঠিকই তবু অনেকের আগে
গন্তব্য এসে গেলে দ্রুত নেমে পড়ি রাতের স্টেশনে
দূরে দূরে জোনাকিরা জ্বলে মৃদু মৃদু হাওয়া হৃদয় জুড়নো
তিরতির করে কাঁপে উৎসহীন কোনও এক আলো
অন্ধকার জুড়ে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে কাঙ্ক্ষিত সমস্ত সৌরভ
সেই অন্ধকারই আলো হয়ে জ্বলে স্থির এক বিন্দুর মতো।

জন্মান্তর

ঢেঁকিগাছের জঙ্গলে মুহুর্মুহু চোখ টিপে ইশারায় মেতে ওঠে
হাজার জোনাকি সেরকম ব্রাহ্মসময়ে চুপিসারে ছাদে এসে বসি
আমার শীতল কাঁধে মাথা রাখে লজ্জাহীনা চতুর্দশী চাঁদ
ছাদের কার্নিশে ঝুলে থাকে নির্বিকার আদি অন্ধকার
সকলের ঈর্ষা দ্যাখো ঝরে পড়ে শিলাবৃষ্টি হয়ে
হেসে ওঠে চাঁদ, সমস্ত চত্বর জুড়ে ঘুরে ফেরে হিলহিলে সাপ
এশহর জুড়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে কালান্তক বিষ
তখন আমার শব্দহীন নতুন জন্মের শুরু হয় আরেক পর্বের
এরকম পরিবৃত হয়ে থাকে পৃথিবীর সমস্ত মানুষই
তবুও গোপন শলা, ষড়যন্ত্রে লুকিয়ে থাকে ভীরু উৎকোচ
প্রবল আগুনে ঘরদোর ছাই হয়ে গেলে পড়ে থাকে বীজ
মৌসুমী মেঘ এসে বর্ষণ করে যায় অজস্র অমৃতধারা
জন্মান্তরে হাতে হাত রাখে চাঁদ গভীর বিশ্বাসে।

নদীর গল্প

জীবনের কাছে অকরুণ ঔদ্ধত্য নিয়ে রচে ফেলি যাপনের সাবলীললিপি
প্রতিদিনই শিয়রের কাছে জ্বেলে রাখি উজ্জ্বল অথচ মৃদু এক শিখা
এ-শিখা নেভে না ঝড়ে, ঝঞ্ঝা থেকে পটু হাতে আড়াল করেছি তাকে
আমার অমৃত চাই তুড়ি মেরে দিব্যিই তাড়িয়ে দিই সমস্ত অশনিসঙ্কেত
বেদনার নীলরক্ত নিয়ে অনায়াসে দিনভর চুমুকে চুমুকে পান করি
হেঁটে যাই সমস্ত প্রান্তর জুড়ে খর সৌরদিন মাথার উপরে ঝুলে থাকে
নগ্ন পায়ের নীচে গরম অ্যাসফল্ট যেন কোমল শিশির, হেঁটে যাই দিকচক্রবালে
গভীর রহস্যে মাখা বন তারপরে আরও পথ শেষে উষর প্রান্তর
সবশেষে নদী আছে এক শুনেছি তাদের কাছে যারা ফিরে এসে গল্পে মজেছিল

সেই গল্প আমাকে শোনাও বিবরণ দাও উচ্চাবচ সমস্ত পথের দিশা
হরিণেরা কোনখানে দলে দলে চলে আসে, কোথায় সে আমলকি বন
ময়ালেরা কোনখানে ওত পেতে থাকে দুয়েকটা নধর শিকারের লোভে
কোনখানে শিকারি মানুষ, মস্তক শিকারিরা ঘাপটি মেরে থাকে ঝোপের আড়ালে
সভ্যতায় আজও দ্যাখো গেরিলা যুদ্ধের রেশ আজও আছে ঘনবনছায়া
কৃষ্ণবর্ণ মেঘ স্তূপীকৃত হয়ে ঘিরে আছে সমস্ত শহর গ্রাম জুড়ে
এইসব গল্পের ঠেকে নীরবে ঘুরে ফেরে ভয়াবহ গোপন সন্ত্রাস

প্রদীপের আলো কাঁপে আমাদের প্রশ্বাসের শব্দে কেঁপে ওঠে স্তব্ধ চরাচর
দুহাতে আড়াল করি শিখা সবশেষে নদী আছে এই কথা জেনে।

নিষ্প্রভ পালক

একটা সবুজ পালক নিয়ে বছরের পর বছর ক্লান্তিহীন অপেক্ষা করেছি
রোদ ঝড় বৃষ্টিতে অনেক ক্ষয়েছে, এতদিনে ধুসরতা বেড়েছে অনেক
ফ্যাকাসে সবুজ এই এই ক্ষয়ে যাওয়া পালক কী করে তোমাকে দিই!
নিদারুণ লজ্জা করে, একটা জীবন বড় বেশি ক্ষুদ্র মনে হয়
আমার বাবাও এরকম আকাঙক্ষা নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল
সেকথা মায়ের মুখে প্রকারান্তরে কতবার শুনতে হয়েছে

অন্য কিছু ছিল না কখনও, ওই এক পাখির সবুজ পালক ছাড়া
এই নিবেদনে গ্লানিবোধ ছিল জানি, তবু অসহায়তা ছিল খুব
সেভাবে ডাকোনি কখনও যদিও অপেক্ষায় ছিলাম হাজার বছর
সেভাবেই ক্ষয়ে গেছে আমাদের সত্তার একেকটি জীবন
পৃথিবীকে কতবার প্রদক্ষিণ করে সরে গেছে ক্লান্ত চাঁদ
ক্ষয়ে গেছে, দিনরাত মুছে গেছে পাখির পালকের দুরন্ত সবুজ

সেভাবেই আজও এতদিন পরে জানালায় বসে আছো গালে হাত রেখে
বলো সেই রং আজও কি অম্লান আছে চোখের পাতায়?

অমৃত

ভাই বা বন্ধুর বুকে ছুরি মারা ছাড়া অন্যভাবে
বাঁচা আজ ভুলে গেছে যেন সমস্ত মানুষ তাই অস্ত্রে শান
দ্যায় গোপনে সকলে, আর যারা ছুরির আঘাত খাবে বলে
নিয়তি নির্দিষ্ট যেন আমৃত্যু নির্বোধ অবিরত কোদাল চালায়
এইভাবে বিচিত্র নিয়মে কী করে যে জমে ওঠে দুয়েকটা জোট
জোটের নিয়ম যেন ভাঙা জোটের নিয়মে জোট গড়া
মুদ্রার অপর পিঠে আলতো আঙুলে মুছে দিই তাজা রক্ত
বুকের ভেতরে পুষি আপাত নিরীহ বিছে হাজার হাজার
ঠোঁটে জমে ওঠে চমৎকার তৃপ্তিময় সাবলীল হাসি
মৃত্যু নিয়ে অনায়াস ঘর করো অমৃতের বিশুদ্ধ সন্তান!

মারীচ সংবাদ

হরিণের বেশ ধরেছিল কোনও এক মায়াবী মারীচ, তবুও
পৃথিবীর সমস্ত হরিণ কেন সেরকমই হবে---এই প্রশ্নে
নড়েচড়ে বসে দুচার উন্মাদ, যুক্তির পরম্পরা ছেড়ে গেছে
যারা বহুদিন, দুপুরের উজ্জ্বল হলুদ রোদে হরিণের ঘাস খাওয়া
দেখে ত্রস্তে ছুটে পালায় এদিক সেদিক যে-যেদিকে পারে
হরিণের মাংসের লোভে আমরা গুটিকয় ঘাপটি মেরে বসি
তূণীরে অটল থাকে সমস্ত বিষাক্ত তির স্থবির ছায়ার মতো
হরিণেরা ঘাস খায় নিরাপদে প্রজনন সেরে ফিরে যায় ঘরে
আমরা তাকিয়ে থাকি অলস ধনুকের ছিলা যে-কে সেই দ্যাখো
নিঃশব্দে প্রহর গোনে অতএব শিকারিরা আজ সব
নিজেরাই চমৎকার সেজে গেছে মায়াবী মারীচ!

প্রতিপক্ষ

একটা হলুদ প্রজাপতির পেছনে ছুটতে ছুটতে বহুদূর চলে গিয়ে
আকস্মিক প্রতিপক্ষ খুঁজে পাই সে জীবনে ধ্বস্ত এক মধ্যবয়সী
তাকে আমি দেখিনি কখনও চোখ তুলে শুধু তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ পা
এখনও পরিষ্কার দেখতে পাই শাদা শাদা নখ হিংস্র উঁকি দেয়
ধুতি বা লুঙ্গির ঝালরের ফাঁকে, আমি মাটি দেখি পিঁপড়েরা
হেঁটে যায় সারি সারি মাঝখানে ভারিক্কি হেঁটে যায় মাথামোটা নেতা

মায়ের আঁচলে মুখ গুঁজি এত ভালবাসা তুমি কোন গাছে পেলে
শাড়িতে বিছানায় ঘরে বারন্দায় ভাতে লেগে থাকে স্নেহ
লোকটাকে বলে দাও চলে যেতে দূরে, বহু আরও বহু দূরে
আমার প্রজাপতি চাই, কিছু নাই হোক অন্তত দুয়েকটা ফড়িং
এক মগ জল নিয়ে হুটোপাটি এই প্রখর রোদ্দুরে সামুদ্রিক স্নান
মায়ের চিবনো পান এক কুচি ঈষৎ খয়েরি, মৃদু মৃদু ঝাঁঝ

আমার কৈশোরে এক অবুঝ সন্ধ্যায় মধ্যবয়সী চলে গেলে বুকে বড় বাজে
বহুকাঙ্ক্ষিত মোলাকাত আর হয় না কখনও, এ কেমন প্রতিদ্বন্দ্বী
আপাদমস্তক নিদারুণ অপমানে নিজেকে পোড়াই নির্মিমেষে
ফাঁকা কুরুক্ষেত্রে প্রতিপক্ষহীন আমি হাওয়ার সঙ্গে লড়ি কতদিন
কখন গড়িয়ে গেছে বিকেল, ডানা মেলেছে কালো কালো বাদুর আর
কয়েকটা ঘৃণ্য চামচিকে, মা, তুমি লোকটাকে আসতে বলো--এইখানে
দাঁড়িয়ে রয়েছে তাঁর প্রতিপক্ষ এক বুক ভালোবাসা, সমর্পণ নিয়ে।

জল নিয়ে খেলতে খেলতে

জল নিয়ে খেলতে খেলতে আকস্মিক জীবনের দরজা খুলে গেলে
স্তম্ভিত হয়ে পড়ি তারপর অনিবার্য উৎক্রমণ প্রতিদিনই...
কে বলেছে আসতে তোকে, কে ডেকেছে? ডেকেছে কি কেউ?
না, কোনও উৎস ডাকেনি কখনও, আবাহন ছাই, প্রকৃতি প্রকৃতি...

সঙ্গী ছাড়া একা একা দুঃসহ ফ্ল্যাটে খেলা যেন শ্বাসরুদ্ধকর
তবু জানি খেলে যেতে হবে খেলার এরকম নিজস্ব নিয়মে
এশিশুর মা নেই বাবা নেই ধূ ধূ মাঠে সে দাঁড়িয়ে থাকে একা
কোনও একদিন মাথাঘুরে পড়ে গেলে কে তাকে তুলবে ধুলো থেকে
এইসব ভেবেই যেন পণ্ড হয়ে যায় তার প্রতিটি খেলার ছন্দ
স্থৈর্য দাও তাকে, সে খেলুক অন্তত যতদিন খেলে যাওয়া যায়।

মানুষীকে দেখে যেই বীজ

ভীরু এক গোলাপকুঁড়ির মতো উঁকি দিয়েছিল সে আকাঙ্ক্ষার
সারাৎসার হয়ে, তখন বছর পঁচিশ আশ্রয়বঞ্চিত সে চলে গেছে দূরে
এত অবহেলা তাকে গাঢ় এক ব্যাপ্ত অভিমানে ফিরিয়ে দিয়েছে
তার আর আসা হয়ে ওঠেনি, আমাকে বলেনি কিছু, সেরকম ভাষা
তখনও অসম্ভব ছিল তার কাছে, তবু সেই সন্ধ্যাভাষা আমার
রক্তে চলকে উঠেছিল অকরুণ শ্লেষে ও বিদ্রোহে বৈশাখী ঝড়ের মতো

মানুষীকে দেখে যেই বীজ আশা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে উদ্বেলিত
হয়, মানুষীর আশ্রয় চেয়ে যে-ভীরু প্রাণ জীবনের ভিক্ষা মাগে
স্নেহ চায় ভালোবাসা চায় মানুষীর স্তনে শুষে নিতে চায় অঢেল অমৃতধারা
দুয়ারে দাঁড়িয়ে সে ওইটুকু ভিক্ষা চেয়েছিল, তারপর চরম অভিমানে
চলে গেছে নিরুদ্দেশে, কোনও স্মৃতি নেই তার নেই পরিচিতি কোনও
শুধু যেন শূন্য কবর থেকে আজও মাথা তোলে সে অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষায়

চলে যাব একদিন ঠিকই যেতে হবে বলে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে
সভ্যতার খোলস ছেড়ে হয়তো বা কোনও এক নিকষ অন্ধকারে
অথবা সমস্ত শূন্য, শেষ প্রশ্বাসের পরে থেমে যাবে তাবৎ চরাচর
মুছে যাবে এই দেহ এই প্রাণ, সবই যেন মিথ্যে হয়ে যাবে
প্রজাতির কথা ভেবে লড়াইয়ের ইতিবৃত্ত ভেঙে যাবে সেইদিন
আমাকেও যেতে হবে তারই পিছু পিছু সব পাপপূণ্য ছেড়ে।

চেনা-অচেনা ছক

জীবন অথবা মৃত্যুর চেনা-অচেনা সমস্ত ছক নিয়ে তারা মেতে উঠেছিল
তুমুল তর্কে, একজন প্রবীণ আর অন্যজন অপোগণ্ড নেহাতই বালক
রক্তাভ দুপুর জুড়ে আকাশের নীল পাড়ি দিয়েছে কঠিন সূর্য এক
বড় প্রখরতা ছিল তাপ ছিল, দগ্ধ দিবস জুড়ে হাহুতাশও ছিল খুব
জীবনের প্রতি বড় বেশি লুব্ধতা প্রবীণের দেখে হেসে ফেলে তুচ্ছ বালক
বিকেলের ম্লান আলো সবচেয়ে ভালো বোঝে সকালের গূঢ় ভালোবাসা
বালক জানে না কখনও তাই ফুঁকে দেয় নির্লিপ্ত দিবস মাস
তারপর একদিন ক্লান্তি আসে আকাশের মেঘে মেঘে ঝুলে থাকে দাঁত
নিবিড় প্রতীক্ষা করে দুয়েকটা শকুন আর চতুর শেয়াল, লাশ টেনে
নেবে, চেটে খাবে সমস্ত শীতল রক্ত, স্বপ্ন ঘিরে থাকে শুধু স্বাদ
এইসব ক্লিশে বার্তা কিরকমে জেনে যায় মাথামোটা সমস্ত মানব
নিয়তির কাছে পরাভব মেনে নিতে কষ্ট হয় বলে নিজেরাই ঝুলে থাকে গাছে
বড় লজ্জা হয়, তবু কেমন নির্লজ্জ বেহায়া চাঁদ চোখ টিপে হাসে
যেন তার কিবা আসে যায় কোন ডালে কেবা ঝুলে থাকে--খোলাচোখ
জিভ ঝোলে কিরকম কষ্ট হলে চলে যায় সমর্থ নির্লিপ্ত পুরুষ, বুকে তার
জমে ছিল শিলা, শেওলার অসহ্য গ্লানি নিয়ে বসেছিল ভূতের মতন
এইসব দেখেছিল জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে বিগলিত সেয়ানার মতো ওই চাঁদ
রাতের প্রহর জুড়ে একে একে খসে যেতে যেতে ফরসা হয়ে আসে গোপন আঁধার
প্রতিরাতে তারা খসে তবু সব ভুলে যায় দিনের আলোর পাখিরা--
নতুন সঙ্গমের প্রস্তুতি সেরে নেয় আবারও জন্ম দেবে বলে শিশুদের।

সময়ের সংবাদ

সময়কে একটা নলের উপমায় ব্যবহার করাই যায়, তবে কিনা
সে-নলের উভয় প্রান্তই অনির্দেশ্য এক অন্ধকারের দিকে চলে গেছে
সেইখানে গুমড়ে ওঠে মানুষের যাবতীয় গোপন অসুখ আর কষ্টগুলি
মা-গো, সেই নলের পারম্পর্যে এসে ফের চলে যেতে হয়
যেমন তোমার যাওয়া, আমাকেও চলে যেতে হবে সব ছেড়ে ছুঁড়ে দিয়ে
একটি জীবন আর কতটুকু, তবু সমুদ্রের ঢেউয়ে নুলিয়ার মতো খেলি
চলে যাই ভূমধ্য সাগরে, জানা থাকে তীরভূমি সমস্ত আবাস আর ভুল
সেই ভুল জেগে থাকে কঠোর সত্যের মতো অভ্রান্ত বেলাভূমি ছুঁয়ে
দিন মাস বছরের সমস্ত হিসেব ভন্ডুল করে দেয় অদৃশ্য কোনও এক হাত
জীবনের চেয়ে বড় কেন হবে মিথ, ছাপিয়ে উঠবে কেন নষ্ট সিসিফাস
অশ্রুকে পরোয়া করি না, তবু সময়ের কাছে নতজানু নিজেরই অজ্ঞাতে
সমস্ত লৌকিকতায় দিব্যি জড়িয়ে থাকে অপ্রতিরোধ্য যেন জটিল শেকল
এসো জীবনকে টেনেটুনে আরও দীর্ঘ করি, ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড করে দিই
জটের নিয়ম, অ্যালোভেরা চাষ করি আদিগন্ত সমস্ত সভ্যতা জুড়ে

কোনও গাছ

নালিশ জানাবি কার কাছে, সোনার খাঁচায় বসে সঙ্গীহীন কেটে গেল
কয়েকটি দশক স্বপ্ন ছিল তাতে তবু তারাই তো কেটে নিলো পাখা
দাঁড়ের ময়না তুই আজন্ম মাথা কুটে গেলি নিবেদনে ভোর থেকে রাত
আউড়ে গেলি অনর্গল হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ শিখিয়েছে যারা পোষে তোকে
কত ঝড় আসে দুলে ওঠে গাছেদের শাখা বৃষ্টি নামে দিগন্ত ছাপিয়ে
বড় সুখে ভিজে যায় কালো গাই লবণের সুস্বাদু ঘ্রাণ বয়ে আনে হাওয়া
বসে বসে নির্লিপ্ত ভিজে যায় প্রকৃতি আর গাছনদীপাহাড় পর্বতশ্রেণি
জনপদ ভেঙে বয়ে যায় মহাবাহু, মাথার উপরে তার ঘনকৃষ্ণ মেঘ দোলে
নতুন বীজের স্বপ্নে থেমে যায় ধারাবর্ষণ ফরসা হয়ে আসে মেঘেদের দল
পেঁজা তুলো ওড়ে কাশফুল ঢলে পড়ে অনুপম লাস্য জাগে যুবতীশরীরে
ঋতু যায় পাল্টে পাল্টে শীত আসে খরা আসে চড়কের আগমনে
ভেসে আসে বাসন্তীবার্তা, সব দেখে গেলি তুই অসহায় দর্শকের মতো
ইহ আর পরকাল বিভাজিত হয়ে থাকে খাঁচার দুপারে, কোনওদিন
দরজা যদি খুলে যায় অথবা দুষ্টু ছেলে খুলে দেয় দুরন্ত আগলখানি
কোনও গাছ চিনবে কি তোকে, তোরও চেনা রয়ে যাবে বাকি।

জরায়ুতে বাড়ে ধান

ঝকঝকে স্মার্ট গদ্যের মতো দিব্যিই দূরে ঠেলে দেওয়া যায় তাকে
তবু পড়ে থাকে তার দীর্ঘ নিঃশ্বাসের কিছু স্মৃতি, ভাসাভাসা কিছু রঙিন স্বপ্ন
সেইসব ভোর রাত্রি হয়ে জেগে থাকে অবিরত সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে
স্মৃতি নিয়ে জেগে থাকো তুমি এক একা ভাসাও মান্দাস জলে

যে-গ্রন্থের পাতাজোড়া ছবি ছিল, ইতিহাস ভূগোলের ভাষ্য ছিল লেখা
পুড়িয়ে দিয়েছো তা, সাবধানতা ছিল আত্মরক্ষা আর নিহিত স্বার্থের বেড়া
এপার ওপারে ভেদরেখা টেনে বসেছিল ভয়ানক অস্ত্র নিয়ে সীমান্ত প্রহরী
তারপর কেটে গেছে কয়েকটি দশক, মমি যেন স্থির হয়ে গেছে সব ছবি
স্বপ্ন ছেড়ে চলে গেছে দুরন্ত বাসনা, নিখুঁত নরকযাপন সয়ে গেছে অভ্যাসে
এখন সে গদ্য লেখে শুধু ফোঁটা ফোঁটা রক্ত আর ঘাম ঢালে প্রতিটি বিরামে
একদিন জানি নিঃশেষিত হয়ে যাবে রক্তের শেষ বিন্দুটুকু বিকেলের দিকে
আগুনের স্পর্শ তাকে আলোকিত করে যাবে পরম দাক্ষিণ্যের মতো

আলো, আরও আলো দাও প্রভু! সেই আলো একদিন এনেছিল সুগন্ধ সুবর্ণধারা
গাঁয়ের ধানক্ষেতে আরেক শস্যের বীজ বুনে দিতে ডেকেছিল মৃদু মৃদু ত্রাসে
সে আজ কোথায় কোন পাড়াগাঁয়ে দুধ দোয় যেন ধবলী গাইয়ের, তার
কোলে কাঁখে জীবন্ত প্রাণেরা খেলে, জরায়ুতে তরতর বেড়ে ওঠে নবান্নের ধান

গ্রন্থ শুধু নয়, সমস্ত গ্রন্থাগার জ্বালিয়ে দিয়েছে কোন অহিত দুরাত্মার দল
পৃথিবীতে তাই নেচে চলে দুষ্ট প্রেতেরা, পদ্য নয় অন্ধকারে তাদের কোরাস
অমৃতত্ব পাবো না এইসবে জানি হে যাজ্ঞবল্ক্য, আমাকে অমৃত দাও
আলো দাও, আরও আলো দাও ইঁটের প্রাচীর ভেঙে দাঁড়াবো প্রান্তরে।

রাজপথ ছেড়ে

আলো কমে এলে বেড়ে ওঠে বিষণ্ণতা আমি কুকুরের সাথে কথা বলি
কুকুরের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, ঘরে বাইরে অনেক কুকুর আমাদের
দেশী কুকুরের সঙ্গে দিব্যি মিলেমিশে থাকে অতিকায় বিদেশী কুকুর
প্রভুভক্ত, লোলজিহ্ব, অহিংস ও হিংস্র সারমেয় লাল কালো শাদা
এইসব নিয়ে চমৎকার কাটিয়ে দিই দীর্ঘ যৌবনের অনিবার্য ধাঁধা
আলো কমে এলে বেড়ে ওঠে বিষণ্ণতা, তখন সঙ্গী শুধু হরেক কুকুর

কোনও দূর শৈশবে কামড়েছিল কোনও এক অচিন কুকুর তারপর
হাড় হিম করা তীব্র ফোবিয়া এক ক্রমাগত গিলে ফেলে বিশাল হামুখে
এইটেই সত্যি জেনো, গল্প করা দূরে থাক কাছাকাছি যেতে ভয়
স্বপ্নে আর জাগরণে জেগে থাকে কুকুরের ধারালো দুই পাটি দাঁত
বর্শার মতো উদ্ধত খাঁড়া হয়ে থাকে নিষ্ঠুর ছেদকদন্ত, মৃত্যুর মতো শাদা
জীবনের আলো কমে এলে ভয়ানক লোভে জিভ চাটে পৃথিবীর সারমেয়কুল

আলো কমে এলে ধীরে ধীরে গ্রাস করে গভীর নিকষ এক বিষণ্ণতা এসে
সমস্ত প্রাণী ও বৃক্ষদের ছেড়ে একা একা বসে থাকি নিঃসঙ্গ কুকুরের মতো
দগদগে ঘায়ে মাছি আর ডাঁশেদের বাধাহীন অবিরত সহস্র প্রজনন
রাজপথ ছেড়ে ধূলি ধুসরিত এঁদো গলি নিরাপদ গন্তব্যে জেগে থাকে।

কুরুক্ষেত্র

মৃত্যুর মুখোমুখি হিলহিলে সাপ নিয়ে স্বপ্নহীন নির্ভয় ঘুম
সে কি আমি? সমস্ত সকাল জুড়ে খেলে গেছি চোর আর পুলিশের খেলা
ঘুড়ির সুতোয় যেন চলে গেছে দুপুরের সমস্ত প্রখরতা, তখনও তো ওত
পেতে বসেছিল ক্ষুধিত শকুন, দুই হাতে ক্রমাগত লড়ে গেছি খুব
তারপর ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ি, সূর্য নামার বাকি ছিল আরও
কয়েকটি প্রহর, বাকি ছিল পাখিদের ঘরে ফেরা, অনেক সময় ছিল
গোধূলির সারাদিন ধুলোবালি মেখে মলিনতা অবশ শরীরে
এমন মলিনতা নিয়ে কোন উৎসবে যাবো, সুগন্ধী সাবানে
তার আগে ধুয়ে নেবো হাত পা সমস্ত শরীর, সাপেরাও আজকাল
তেমন হিংসুটে কই অবিরত শুয়ে থাকে নিখুঁত জড়িয়ে মড়িয়ে

যে সিংহাসন কারও ভাগ্যে নেই তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি শেষে
শিষ্ট ছেলের দল কুরুক্ষেত্র ছেড়ে পাড়ি দেয় অজানা প্রদেশে
ফিরে আর কোথায় তাকায়, ছেলেদের ধুন্ধুমার লড়িয়ে দিয়ে
নির্বোধের মতো দেখে গেছে বুড়োদের দল, অন্ধ তো ছিল না সকলে
পরিণতি জানা ছিল এমনকি প্রাজ্ঞতম ছিরি কেষ্ট ঠাকুরের
তবুও মন্ত্রের মতো ক্রমাগত আউড়ে গেছে একটাই গান--'লড়ে যাও'
সভ্যতায় লড়াই-ই তাহলে সত্যি! শেষ সত্যি শুধুই লড়াই?
লড়াইয়ের আগে পরে অবিচল থেকে যায় অন্ধ অন্ধকার।

মানুষের ভূগোল

দুমড়ে যাওয়া পরিসরে কেমন গড়িয়ে চলে হাওয়ায় বেপথু যেন
নিম্নমুখী টান, পালে লাগে তুমুল বাতাস, হেই মাঝি নৌকা ভিড়াও
অনর্থক চিৎকার জুড়ে দেয় কয়েকটা গর্দভ, কে শোনে তাদের কথা!
প্রবল স্রোতের টানে তীব্র বেগে ছুটে চলে মোহনার দিকে লোলুপ
পতঙ্গ যেন, লেলিহান আগুন চিনেছে, কেমন আশ্চর্য পরিহাস দ্যাখো
সেরকম আগুন, আগুনই ঢেকে নেয় পতঙ্গের ডানা ও শরীর!

সোনালি সকাল জুড়ে উবুদশ খেলে গেছে শান্ত শ্বেত মেঘেদের দল
দুপুর গড়াতে গড়াতে ক্রোধে লালচোখ নিয়ে শাসায় আগুনের গোলা
শস্য পোড়ে বীজধান পোড়ে ফুটিফাটা মাটি ওই জলের অভাবে
তখনও ক্রিয়াশীল পুরাতন পরিসর জুড়ে যাবতীয় গিরিশিরা বেয়ে নামে ভেড়া
তারাও পরাধীন রাখালেরা সারাক্ষণ তাড়ায় তাদের সারমেয় সন্ত্রাসে
তারাও জানে না ওই খাদের কিনারে কোন গভীরের আঁধারের বাসা
রিক্ত জীবনভর গড়িয়ে চলাই শুধু, তাদেরও শরীর থেকে পশমিনা খুলে নেয়
পরিসর বুঝে লোভী ও আগ্রাসী হীন মানুষপ্রভুরা, প্রয়োজনে ছুরি মারে বুকে!

সময়ের পরিসর জুড়ে এইভাবে বুঝে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠেছিল বুড়ো বটের শেকড়
কতকাল আগে, নিয়তিকে লাথি ছুঁড়ে দিয়ে তারপর নেমে আসে অগণন ঝুরি
কাকে খাবি তুই কালান্তক ইতর সময় পরিসর খাদ বেয়ে আরও কতকাল
বয়ে যাবি অনির্দেশ, প্রাণ তবু অধরাই রয়ে যাবে অনন্ত ভূগোলে।

আরেক অভিমন্যু

চারটে দশক জুড়ে যার চোখে ঘুম নেই সে আর ঘুমোবে কবে
কোনও এক অন্ধকার রাতের প্রতীক্ষায় তার হাতপা গুটিয়ে বসে থাকা
অধীর বসে থাকা তার কেননা সে এসেছিল কোনও এক অমাবস্যার রাতে
যে-রাতে গোপন শলা ছিল, অস্ত্রে শান দিয়ে চলেছিল সমস্ত সৈনিক
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ শল্য দুর্যোধন থেকে যুধিষ্ঠির অর্জুন কর্ণ
মহা মহা সব প্রাচীন যোদ্ধা, বন্ধক দিয়েছিল যারা সমস্ত হৃদয়
সেই মহাপ্রলয়ের আগে পৃথিবীতে এসে অনন্ত জাগরণ তার
কুরুক্ষেত্রের ধুন্ধুমারে সেই শিশু চোখ মেলেছিল একদিন
অথচ লড়াই থামেনি, কত বীর ধরাশায়ী হয়ে ভূতলে গড়ায়
পচা মাংস আর রক্তে উড়ে এসে বসে লোভী সব নীলবর্ণ মাছি
এইসব দৃশ্যের ভেতরে ইতিউতি ঘুরে ফেরে ধারালো ত্রিকালচক্র
মৃত্যুর মিছিলে দাঁড়িয়ে নির্বিকার গীত গেয়ে চলে মহাকর্ষী কৃষ্ণগহ্বর
স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের মহাসংকোচনে তার যুগে যুগে আসা
ক্রমাগত উস্কে দিতে থাকে সেই কৃষ্ণগহ্বর—লড়ে যাও, লড়ে যাও, লড়ো...
আগুনের দিকে পতঙ্গের উড়ে যাওয়া যেন ভবিতব্য প্রতিরোধহীন
কৃষ্ণগহ্বর ডাকে 'আয়', ভয়ানক শিখা ডাকে 'আয়, আয়, আয়...'
এইসব দৃশ্যের ভেতরে জেগে উঠে সেই অপোগণ্ডের কানে বাজে পাঞ্চজন্য
সব স্বপ্ন তার কেড়ে নিয়ে গেছে ডাকাতের মতো এক নিষ্ঠুর সময়!

সিঁড়ির পর সিঁড়ি

একটা একটা করে সিঁড়ি ভাঙতে থাকি অথচ শেষ নেই
দীর্ঘ থেকে ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে ওঠে সিঁড়ি আমিও ক্লান্তিহীন
শেষদিন পর্যন্ত সিঁড়ি ভেঙে যাবো প্রতিজ্ঞা করেছি
সূর্য ডুবছে আবার ভাসছে ফের ডুবে যাচ্ছে দিগন্তরেখায়।

জীবন কি সিঁড়িভাঙা অঙ্ক? কেই বা বলতে পারে
একেকটা রাত বড় দীর্ঘ হয়ে ওঠে অন্ধকারের মায়ায়
একেকটা দিন বড় মায়াবী হয়ে ওঠে দৃশ্যহীনতায়
তারপরও সিঁড়ি, সিঁড়ির পর সিঁড়ি অবিরত সিঁড়ি।

আমার পরিশ্রমী বাবার কথা মনে পড়ে, সিঁড়ি ভাঙতেন তিনি
সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতেই তাঁর দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া
এই পরম্পরা ভেঙে যতদূর চলে যাওয়া যায় ততদূরে
চলে যাবো আমি সিঁড়িদের ঘৃণায় সরিয়ে দিয়ে।

মাতৃপ্রতিমা

এত রক্ত ঝরেছে বলেই এমন উর্বরা এই ধানউপত্যকা
কচি ধানের বুকে এমন দুধের ধারা আর কোথা পাবে
স্তন্যদানে উন্মুখ ভাস্কর্যের মতো জেগে থাকে নারী
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের এই ত্রিকালপ্রজ্ঞ মাটি
লীলায়িত তরঙ্গের মতো ভেসে যায় মৃদু মৃদু স্রোতে
নৌকার গলুইয়ে বসে নির্বিকার হুঁকো টেনে চলে
বলিষ্ঠ সময়, মাছের সঙ্গে জলের সঙ্গে শান্ত আলাপন
পারে পারে জেগে থাকা জনপদ জুড়ে গল্প জমে ওঠে
বুড়োদের মুখে কুতূহলে গল্প শোনে দুরন্ত শিশুরা
বিস্ময় জমিন বোনা হতে থাকে টানায় পোড়েনে
তাঁতিপাড়ায় জমে থাকে আশ্চর্য উদ্ভাস হাজার বছর ধরে
নিপুন শিল্পীর হাতে বোনা হতে থাকে রেশমী জীবন।

চকমকি তোরঙ্গে

উজ্জ্বল আলোর কাছে তুমি ফিরে গেছো জানি
এইখানে পাথরের মতো ভারী অন্ধকার দিনরাত বসে থাকে পাঁচিলের মতো
সেই অন্ধকারের ঘেরাটোপে কতদিন অন্ধ হয়ে বসে থাকি একা
আশপাশে শব্দ পাই ইতিউতি ঘুরে ফেরে মানুষ অথবা পশুরা
কেউ কি কাউকে দ্যাখে? গভীর সংশয় নিয়ে চোখ মেলি ডানে বাঁয়ে
আমাকে দ্যাখে না কেউ আমিও কতদিন মানুষ দেখি না
শুনেছি মানুষ আছে এই পারে পাঁচশো কোটিরও বেশি, দূরে দূরে
চলে গেছে বনের পশুরা বট পাকুড় অশ্বত্থেরা চলে গেছে ধীরে
এখানে জমাট শূন্যতা জুড়ে ঘুরে ফেরে অলৌকিক বাতাস

এই আদিম অন্ধকার ছেড়ে তুমি চলে গেছ উজ্জ্বল আলোর কাছে
জীবনের গ্লানিবোধ স্পর্শ করে না তোমাকে, হাহুতাশও নেই কোনও
এই স্বস্তি চেয়েছিলে বুঝি পরম মোক্ষের মতো প্রসারিত হাতে
তবু পৃথিবীর অনিবার টান রেখে গেছ এই ঘর গেরস্থালি জুড়ে
তাই বুঝি আমাদেরও আলো নেই অনন্ত বসে থাকা হিম অন্ধকারে
লুকিয়ে তোরঙ্গে রেখে গেছ চকমকি এতদিন পরে মনে পড়ে আজ।

মাঝের দরজা

ভোররাতে মোমের মতো মসৃণ নিজের মৃত্যুদৃশ্যে তার মজা ছিল খুব
সারাদিন সেই পেলবতা ঘিরে থাকে নরম আলোর মতো
মানুষের মুখগুলি বড় প্রিয় হয়ে ওঠে বলে অপলকে দেখে
বন্ধু বা শত্রুর তফাত থাকে না তাই নিরাপদ প্রগলভ বার্তালাপ হয়
তখনই ইউরিনালের সংকীর্ণ আয়নায় ভেসে ওঠে যেই মুখ
তার চোখে দৃষ্টি নেই তৃতীয় নয়ন শুধু অনর্গল আগুন ছড়ায়!

প্রতিদিনই মৃত্যু দেখে দেখে চারপাশে যেন শুধু আলোর উদ্ভাস
এ আলোয় সকলের প্রাণ ইতস্তত দ্বিমাত্রিক ছবি হয়ে ভাসে
জলরঙে আঁকা ভীষণ পেলব সেই ছবি শান্ত হেঁটে চলে সিঁড়িতে বারান্দায় ঘরে
সেই ভিড়ে মহীনের ঘোড়াগুলি মাথা গুঁজে আজও ঘাস খায়
পেশীহীন প্রাণে প্রবল আকাঙ্ক্ষার মতো আছে শুধু বায়বীয় লোভ
নিজের ভিসেরা তারা নিজেরাই ভরে নেয় বায়ুভূত দেহে
করুণার কথা নয় এইসব দৃশ্যের ভিড়ে সহসাই হেসে উঠি
মাঝখানে বেকুবেরা একটাও দরজা রাখেনি বেমালুম ভুলে।

শিকারকাহিনি

একটি একটি করে সব দাঁত আর নখ তার খুলে নেওয়া হয়েছিল
তারপরও প্রখর রোদে ঝলসে উঠেছিল তার ডোরাকাটা লোমশ শরীর
খুব সাবধানে একটু একটু করে খুলে নেওয়া হয়েছিল লোভনীয় বাঘছাল
কী আশ্চর্য--তবুও চরাচর কাঁপিয়ে সে গর্জে উঠেছিল--হালুম!

মীমাংসার কথা ভেবে বসেছিল ভিড়ে ঠাসা পঞ্চায়েত সভা
সভার সিদ্ধান্ত মতে জিভ ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছিল বেয়ারা বাঘের
অতঃপর গর্জন শেষ, শান্তি নেমে এসেছিল নরম বিকেলের মতো
তখনও মুচকি হেসে অবজ্ঞা ছুঁড়ে দিয়েছিল দুষ্ট সেই বাঘ।

বেতমিজ বেলেল্লা বাঘের উপরে স্বভাবত মানুষেরা খেপেছিল খুব
কুতকুতে চোখে ময়দানে নেমেছিল পলিতকেশ লোলচর্ম বুড়োদের দল
খাঁচার বাইরে থেকে মজা করে ছুঁড়েছিল মরচে ধরা দুয়েকটা বুলেট
রাতে ভোজ হয়েছিল বাঘের মাংসে তারা মজেছিল প্রায় সকলেই।

অতীব বীরত্বগাঁথা ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রাম থেকে গ্রামে শহরে শহরে
আজ তার বর্ষপূর্তি, সংবর্ধনাসভায় গুটি গুটি জড়ো হয় বুড়োদের দল
শহরের পথঘাট যানজটে স্তব্ধ হয়ে পড়ে তখনই বৃষ্টি নামে জোর
প্রবল বর্ষণে নির্বিকার ভিজে যেতে থাকে সহস্র মানুষের ভিড়।

দরজায় মৃদু করাঘাতে

অসহ্য জাগরণে আর শান্তি নেই জেনে ঘুমের ওষুধ খেয়েছিলে তুমি
সেই থেকে ঘুমের প্রদেশে বেদনার ভার সযত্নে নামিয়ে রেখেছো
বিছানার পাশে জল ছিল, সিগারেটও ছিল তবু তৃষ্ণা মেটেনি
অপার শান্তির হাতছানি বড় বেশি আন্তরিক ডেকেছিল বুঝি
সেইরাতে কোনও এক ঝড় এসে কানে কানে বার্তা দিয়েছিল
তখনও বসন্ত ছিল চোখ মেলেছিল গাছে তরুণ সবুজ পাতারা
হেসেছিল চাঁদ তার জানা ছিল গভীর শান্তির গূঢ় আমন্ত্রণ
যত ব্যথা ছিল সন্তর্পণে ব্যবহৃত পোশাকের মতো খুলে রেখে সব
অপার ক্লান্তি ছিল, যেরকম ক্লান্তিতে মাটিতে নেমে আসে বৃদ্ধ সারস
ডানাদের বিশ্রাম চেয়ে সেই অবসর চেয়েছিলে তুমি কতকাল
জলে তাই মেটেনি তৃষ্ণা ধুমপানে ডাকেনি তাই প্রিয় সিগারেট
চেতনার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিলে সামান্য কয়েকটা বড়ি হাত পেতে
ভেদরেখা টেনে দিতে চেয়েছিলে দুই পারে দারুণ নিপুণতায়
আবছায়া ভোরে দরজায় মৃদু করাঘাতে ডেকেছিল কেউ এসে!

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন

নিজেই গড়েছো মূর্তি, দশহাতে তুলে দিয়েছো ভাড়ারে অস্ত্র ছিল যত
তারপর দশদিকে লেলিয়ে দিয়েছো তাকে, মূর্তি সে চেতনাবিহীন
অহরহ শত্রু খুঁজে খুঁজে নির্বিকার বধ করে গেছে, শত্রু না-পেলে
কাল্পনিক গড়েও নিয়েছে সে নিজে, এইভাবে কেটে গেলে যুগ
শত্রুদের মাথা মাটিতে গড়ায়, আরও শত্রু চাই, আরও চাই বলে
দিগ্বিদিক ছুটে চলে তোমার বানানো ওই সশস্ত্র মূর্তি
সব শুনশান, সন্ধ্যে নেমেছে গড়িয়ে অস্ত্র হাতে কালান্তক যম
খুনের নেশায় তার লেগে গেছে ঘোর কোপ মারে মাথায় তোমার

কেন খোঁজো তাকে অনর্থক তোরাবোরা পাহাড়ে জঙ্গলে
সে-আছে তোমারই বুকের খুব কাছে মিশে আছে লোহিত কণিকায়
এত ঘর যুগে যুগে পুড়ে গেছে তবু আগুন চেনোনি কোনওকালে
ঈর্ষায় লোভে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া বুকের লুকনো ভস্মে
ফিনিক্স পাখির মতো বার বার জন্ম নেবে বলে
পৃথিবীতে রয়ে যাবে তারা ঘরের শত্রু হয়ে চিরবিভীষণ

দশদিনে ব্রহ্মাণ্ড

বিখ্যাত হয়ে গেছি বলে আজ প্যারিসেও দেখা করে এলো অটলবিহারী
অথচ কদিন আগে অফিসের হরিপদবাবু মুচকি হেসে বলেছিল—
লেখেন-টেখেন নাকি! বেশ বেশ, আমার গিন্নিও লেখে।
তো, মালকড়ি আসে-টাসে কিছু? তবে আর খামোকা ওসব কেন
কুমোরের পাড়া থেকে চলে যায় গোরুদের গাড়ি, তারপর ধরা যাক
আমাদের ছোট নদী, হি হি, ব্রহ্মপুত্র আরও কত বড়, ভাবি
একথাও পড়েনি মনে দাড়িয়াল সেই রবিঠাকুরের, বলিহারি
থুক করে পিক ফেলে চিবোতে চিবোতে পান সিগারেট বের করে হরি
তারপর এই নোবেলের মুদ্রায় ঝড় ওঠে খুব দেশবাসী কেঁপে ওঠে ত্রাসে
আমিও কপাল ঠুকে যা-খুশি উগড়ে দিই পাঠকের পাতে, দিব্যি চাটে তারা
গাধাদের পিঠে চেপে এই আমি দশদিনে ঘুরে আসি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল!

ছায়াসঙ্গী

আমি যত হাঁটি আমার পেছনে ছায়া হেঁটে চলে
এরকম সকলেরই হয় কিনা আমাকে বলেনি কেউ বুবি ট্র্যাপ কিনা
অথবা অশুভ ইঙ্গিত এই হেঁটে যাবে পিছু পিছু যতদিন
হেঁটে যাব আমি, তবে কি থামতে হবে? গোলকধাঁধায়
আমি দুই চোখ বাঁধা কেউ যেন প্রাণপণ ঠেলে অবিরত
ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ছেড়ে শুধু চলে যাই একেকটি প্রান্তর
ছেড়ে আরেক প্রান্তরে আমার পায়ের নীচে হিলহিলে সাপ
ভয়ঙ্কর বিষধর তারা, অনেকেই একাধিক ছোবল দিয়েছে
হাজারো সাপের বিষে নীলকণ্ঠ হয়ে গেছি আমি
তবে সেই নচিকেতা আমাকেও পিছু তাড়া করে!
ওহে যমরাজ, বলো আজ এইবেলা জীবনের গূঢ়তম মানে।

আতুরঘর

সেদিনও সূর্য উঠেছিল স্বাস্থ্যবতী রমণীর অধরে চুম্বন রেখা এঁকে
শীতের আলস্য ভেঙে বর্ষায় ধানখেতে নেমে যায় সটান পুরুষ
শালিধান টেনে এনেছিল তাকে প্লাসেন্টা খসে গেলে স্তনে দুধ
সোনালি সোনালি ধান উপত্যকা জুড়ে শিশু প্রাণের হিল্লোল
প্রতিবারই রজঃস্বলা হয়ে ওঠো পৃথিবী আমার ধানের দেয়ালা
দেখে, ব্রহ্মপুত্র টেনে নেয় শোকের সমস্ত মড়ি ও পাথর

সোনালি ধানের গন্ধে জেগে ওঠে চরাচর সমস্ত উপত্যকা জুড়ে
হাসে কথা কয় দুধগন্ধ মেখে নিয়ে গায়ে নার্সিসাস যেন
কোনও মানবিক পাপ স্পর্শ করেনি তাকে কোনওদিনই
মাটি নিয়ে ঘাস নিয়ে খেলে আপন আবেগে আলাভোলা শিশু
প্রান্তর জুড়ে ধান দেখে পিতার প্রশ্রয়ে ওই লোহিত পুরুষ।

খুন করেছি তাকে

আমিই করেছি খুন তাকে গুনে গুনে আঠাশ ক্যাম্পোজে
পুলিশ জানে না তবে এইকথা এতদিনে জেনে গেছে
নিষ্কলুষ চাঁদ, স্পর্শ করেছি তার ঝুলে থাকা ব্যথিত চিবুক
সেও তো বুঝে গেছে বিনিময়ে বেঁচে থাকা এই
যদি একে বেঁচে থাকা বলো, ম্লান হেসে সান্ত্বনা তার
এই খুনে তারও তো পরোক্ষ দায় প্ররোচনা ছিল!

মৃতদেহ ছুঁয়ে কতকাল একা একা বসে বসে কেটে গেছে রাত
সিগারেট পুড়ে গেছে ক্রমাগত পাঁচ দশ কুড়ি
মাঝে মাঝে আজও কথা বলি তার সাথে গোপনে নির্জনে
শেষরাতে জ্যোৎস্নায় মিলে মিশে নেমে যাব শান্ত দীঘিজলে।

দুপুর

চিঠি লেখা আজকাল বন্ধ হয়ে গেছে বলে দিনের বেলায়
ডাক পিয়নেরা বিমার দালালি করে, অতিরিক্ত আয় তাকে
কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা দেয় ঘরের বিবাদ তার মিটে গেছে
বসন্ত বাতাস এসে কানে কানে তার বার্তা দিয়ে গেলে
অসাড় মনে হয় আশিরনখ সমস্ত শরীর, কান্না পায়
মনে পড়ে জানালায় অপেক্ষারত অসংখ্য উদ্‌গ্রীব মুখ
জীবনের জলছবি ভেসে উঠে মুহূর্তেই মুছে যায় সব
এরকম আলোচনা ভার মুখে শোনে এক প্রকৃত পিয়ন
কাঁধের ঝোলায় সে আঁতিপাতি খুঁজে দেখে দুয়েকটা চিঠি
গোটা কয় বাণিজ্যিক চিঠি ছাড়া একটিও প্রেমপত্র নেই
মেয়ের স্কুলের ব্যাগে আজ অতএব খুঁজে দেখা চাই
যদি পাওয়া যায় প্রেমিকের জন্য তার অন্তত একটি লাইন!

প্যাঁচার শীত

মায়াবী অন্ধকারে বসেছিল প্যাঁচা দীর্ঘকাল ঘুমতে পারেনি
তাকিয়ে তাকিয়ে তার মালসার মতো চোখে খচখচ করে ব্যথা
নধর ইঁদুরেরা সব চলে গেছে নিজস্ব নিলয়ের খোঁজে
সেইখানে জমে ওঠে ওম, শীতে জমে গেছে সমস্ত ভাঁড়ার
একাকী ছাতের কার্নিশে ততদিনে চাঁদ আর তারাদের দেখে
কেটে যায় তার অনন্ত জাগর, ঠান্ডায় কেঁপে ওঠে ডানা

জমাট অঙ্গার নিয়ে শহরের পথে পথে কত না বালিকা
ঘরে ঘরে মালসায় সযত্নে ভরে রাখা কতই উত্তাপ ওম জ্যোতি
তারকার মতো জ্বলে, একাকী প্যাঁচার চোখে জ্বলে ওঠে লোভ
আগুনের উৎসব থেকে বহুদূরে সে শুধু প্রহর গোনে ভয়াল শীতের

ভাটার আগুনে ইঁট পোড়ে নতুন প্রাসাদ উঠবে বলে রাজাদের
উল্টে রাখা মালসার মতো গম্বুজে তীব্র রোদের হাতছানি
তারা কেড়ে নিয়ে যায় প্যাঁচার চোখের থেকে সমস্ত উত্তাপ
জল আর আগুনের মানে চমৎকার বুঝে গেছে তারা
গম্বুজের প্রাসাদকক্ষে মৃদু ওমে জন্ম নেয় রাজার শিশুরা
প্যাঁচা ততদিন দুচোখে আগুন নিয়ে গোনে রাতের প্রহর।

আলোর কাছে

মৃতের গল্প এত মনোরম হয় বলে ভেসে ওঠে চাঁদ, মাংসের
লোভে এসে জড়ো হয় শেয়াল শকুন, উড়ে এসে বসে ডাঁশ
জীবন তাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে, সেইখানে শুরু হয়
আরেক গল্প, মৃত্যু উপত্যকা ফের জেগে ওঠে ফিনিক্সের মতো

মৃত্যুরও মানে আছে দিশা আছে অসম্ভব শ্লাঘা আছে জেনো
অলৌকিক আলো আছে, যে আলোয় ভেসে ওঠে সমূহ অক্ষর
ফিরিয়ে দিয়ো না, সান্ধ্যবুধসভাঘরে তাকে ডেকে আনো
বলুক সকলে যে-যেমন জানে পাথরের বুকে লুকনো প্রাণের কথা
ভ্রমরেরা চলে গেছে সকলেই ভোরে নতুন মধুর খোঁজে
তারা তো জানে না ফুলেরাও একদিন চলে যাবে সবকিছু ফেলে

এইসব পুরনো গল্পের শেষে আবারও নতুন গল্পের জন্ম হয়
চিরদিন তার কাছে নতজানু হয়ে থাকে কৃতজ্ঞ মানুষ।